Living the Lotus 4

2024

VOL. 223

Buddhism in Everyday Life

রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ

Living the Lotus
Vol.223 (April 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Ayshea Wild

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা〜দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

‘যেমন আছে তেমন’ গ্রহণ করুন

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

“সত্য” বলতে কি বোঝায়?

“পাথুরে জলের উপর ঢেঁকি শাকের কুঁড়ি, হয়তো বসন্ত আসছে"—পাথরের মাঝে প্রবলভাবে বয়ে যাওয়া জলপ্রপাতের ধারে, সদ্য গজান ঢেঁকিশাকের কুঁড়ি খুঁজে পাওয়া রাজকুমার সিকি (সম্রাট তেঞ্জির সপ্তম রাজপুত্র) এর বসন্তের আগমন উদযাপন সম্পর্কিত একটি গান। নারা যুগে সংকলিত "দশহাজার পাতার সংকলন" গ্রন্থের একটি দুর্দান্ত ওয়াকা বা পুরানো কবিতা, যা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে "বসন্ত এসেছে" এর অনুভূতি প্রকাশ করে আসছে।

যাই হোক, আজ দশহাজার পাতার নৃতত্ত্বের মতো আমাদের পক্ষে এত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রকৃতির প্রশংসা করা বা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সাথে বিষয়গুলি যেমন আছে তেমন গ্রহণ করা কঠিন। এই গানগুলি আমাদের নিজের মনের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা এবং নিজের অপ্রতুলতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

প্রসঙ্গত, পুরাতন ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষিত শাক্যমুনি বুদ্ধ ও এক ব্রাহ্মণের কথোপকথনের মধ্যে "সত্যকে রক্ষা করাই আমার কাছে আগাছা পরিষ্কার” এমন একটি বাক্য আছে। শাক্যমুনি বুদ্ধের কাছে, "সত্যকে লালন করা" বলতে শষ্যক্ষেত্র কর্ষণকারী ব্যক্তির আগাছা পরিষ্কারের অনুরূপ।

তাহলে সেই 'সত্য' বলতে কোন বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে? এবং এটি "রক্ষা" করার অর্থই বা কী?

'সত্য' শব্দটি শুনলেই সবার আগে যে কথাটি মাথায় আসে তা হলো 'সত্য-ধর্ম'। বৌদ্ধধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়, তাই "সত্যকে রক্ষা করা" মানে হলো সত্য-ধর্মের আলোকে জীবনযাপন করা। বৌদ্ধ ধর্মীয় অভিধানে "সত্য" বলতে "প্রকৃত স্বরূপ" বা "বিষয়বস্তু যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করা" এরূপ একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটা বিষয়বস্তুর ‘আসল রূপ’কে পছন্দ বা অপছন্দ ইত্যাদি আবেগ সংযুক্ত না করে দেখা, এবং সেগুলি যেমন আছে তেমনই গ্রহণ করাই হলো "সত্যকে

রক্ষা করা" এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষার আগাছা যাতে হৃদয়ে ছড়াতে না পারে শাক্যমুনি বুদ্ধও সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন বলে মনে করি।

আগাছা নামে কোনো ঘাস নেই

যাহোক, পার্থিব ইচ্ছাগুলিও জীবনের অগ্রগতি এবং উন্নতির চালিকা শক্তি হতে পারে। "পার্থিব বাসনা সমান সমান বোধিচিত্ত" যেমনটি বলা হয়, "পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এবং বোধিচিত্তের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। মানুষ মহান পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী। মানুষের যেহেতু সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে, সেহেতু পার্থিব ইচ্ছা আমাদের বাঁচিয়ে রাখার এবং লালন-পালনের জন্য সহায়ক বিষয়। একজন ব্যক্তির পার্থিব ইচ্ছা যত বেশি, তার হৃদয়ের বড় পরিবর্তনে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তত বেশি। বুদ্ধ এখানে "আগাছা পরিষ্কার" বাক্যাংশটি ব্যবহার করার কারণ হলো, যদি আমরা সতর্ক না হই, তবে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার আগাছা আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধি পাবে, তাই সেগুলিকে খুব বেশি বাড়তে না দেওয়ার জন্য ছেঁটে দিয়ে মনোজমিনের আবাদ করতে হবে, তবে এটি আমাদের মনের প্রশস্ততাকে প্রসারিত করবে এবং প্রজ্ঞা উৎপন্নকারী পুষ্টিতে পরিণত হবে, যা মনোজমিনকে আরও নরম ও কোমল করে তোলে।

আগাছা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসবিদ তোমিতারো মাকিনোর একটি সুপরিচিত গল্প আছে, তিনি একজন প্রতিবেদককে সতর্ক করে বলেছিলেন, "এই পৃথিবীতে কোনো আগাছা নেই, প্রতিটি ঘাসের একটি নাম আছে।" এর সাথে যোগ করে এই নিবন্ধে মনের আগাছার সাথে যে সমস্ত পার্থিব ইচ্ছার তুলনা করেছি এর প্রত্যেকটির একটি অর্থ ও গুরুত্ব রয়েছে। পার্থিব আকাঙ্ক্ষাগুলি কি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা হিসাবে শেষ হওয়া উচিত, নাকি তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবো? তা আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর নির্ভর করে।

এ বছর নববর্ষের দিনে জাপানের নোতো উপদ্বীপে ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের জন্য, ভূমিকম্প একটি বিপর্যয়, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের আলোকে, এটি অদ্যাবধি সক্রিয়ভাবে অব্যাহত থাকা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। এই সত্যকে যেমন আছে তেমন সরাসরি দেখতে পারাটাও, বিপর্যয়কে মানবজাতির জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। অবশ্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের কঠিন অবস্থা দেখলে আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি, বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারি না। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য শোক প্রকাশ করি এবং যারা জীবনে কষ্টে আছে তাদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করি।

আমরা যখন সত্যের মুখোমুখি হই এবং তা গ্রহণ করি, তখন বিভিন্ন মিশ্র আবেগের সাথে কষ্টের মাঝেও, আরও ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রজ্ঞা এবং অন্যের প্রতি মৈত্রী পরায়ন হওয়ার মনোভাবকে বিকশিত করার চেষ্টা করি। এটাই আজীবন বৌদ্ধ মার্গের অনুশীলন বলা যেতে পারে।

কোসেই, এপ্রিল ২০২৪ইং।

কার্টুন রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সদস্যদের জন্য

সদস্যপদ গ্রহণ করলে

সাধারণত যেটিকে বুদ্ধের আসন বলা হয়, তাকে রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে বলা হয় "গোহোজেন"। আপনি একবার সদস্য হয়ে গেলে, আপনার বুদ্ধের আসনে, প্রধান বিগ্রহ (কল্প যুগের শ্বাশত বিরাজমান মহান হিতৈষী শাক্যমুনি বুদ্ধ), ধর্মীয় উপাধি (প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতার সম্মানসূচক ধর্মীয় উপাধি), পরলোকগত পূর্বপুরুষদের সম্মিলিত স্মারক (সদস্যদের পূর্বপুরুষদের জন্য উৎসর্গ করা বৌদ্ধিক নাম) এবং বাস্তুভিটার স্মারকলিপি (আবাস ভূমির সাথে যুক্ত সত্ত্বার স্মারক) অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একে বলা হয় জীবন প্রতিষ্ঠা।

জীবন প্রতিষ্ঠার সময়, একত্রে ধর্মানুশীলনকারী সদস্যগণ সমবেত হয়ে সূত্র পাঠের বন্দনা নিবেদন করেন এবং শাক্যমুনি বুদ্ধের শিক্ষাগুলি একসাথে অনুশীলন করার অঙ্গীকার করেন।

পাদটিকা

"নামু ম্যিও হো রেং গে ক্যিও" যা প্রতিদিন আবৃত্তি করা হয়। "নামু" অর্থ "বিশ্বাস"। "বিস্ময়কর সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র" হলো "পুণ্ডরীক সূত্র" এর প্রকৃত নাম। সুতরাং নামু ম্যিও হো রেং গে ক্যিও বলতে "পুণ্ডরীক সূত্র" এর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাসের সহিত অনুশীলন করবো।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

বন্ধুদের সাথে (সংঘ)

প্রতিটি বাড়ির বুদ্ধের আসনে, শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র মূর্তি, প্রতিষ্ঠাতা ও সহপ্রতিষ্ঠাতার ধর্মীয় উপাধি, পূর্বপুরুষগণের মরণোত্তর সম্মিলিত স্মারকলিপি, বাস্তুভিটার স্মারকলিপি অতিব আন্তরিকতার সাথে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বুদ্ধের আসনে, বুদ্ধ এবং পরলোকগত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে ফুল, জল, চা, ভাত ইত্যাদি নিবেদন করা হয়।

এছাড়াও, একটি দিনের শুরুর জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া, ভাল কিছু করার প্রত্যাশা করা এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন করার একটি সময় হলো বন্দনা। সকালে, কৃতজ্ঞতা সহকারে করজোড়ে বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের কর্মকান্ড সম্পর্কে রিপোর্ট করলে বুদ্ধ ও পূর্বপুরুষগণ খুশি হবেন।

দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি

বুদ্ধের সন্তান হিসেবে ভূমিকা

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ, আমরা “দায়িত্ব”-কে খুব গুরুত্বের সাথে নিই। লোকেরা প্রায়ই বলে, “ওই ব্যক্তির একটি দায়িত্ব আছে,” বা “আপনার একটি দায়িত্ব আছে”। এই ‘দায়িত্ব’ শুধুমাত্র চাপ্টার প্রধানের দায়িত্বকেই বোঝায় না, এর অর্থ হল সকল সদস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ “দায়িত্ব” বা মিশন রয়েছে। একবার পবিত্র সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলি বুঝতে পারলে এটি আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রথমত, "উপায় কৌশল্য" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, তথাগত বুদ্ধ "একটিমাত্র মহান উদ্দেশ্য" নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই "একমাত্র মহান উদ্দেশ্য" হলো সকল মানুষকে বৌদ্ধধর্মের পথে প্রবেশ করিয়ে, বুদ্ধের মতো একই অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার মহান ইচ্ছা। আমাদের সকল সদস্য ইতিমধ্যেই বুদ্ধের "মহান উদ্দেশ্য"-এর সাথে সরাসরি জড়িত, তাই আমাদের সাধারণ "দায়িত্ব" হলো যতটা সম্ভব বুদ্ধের সন্তান হিসেবে, বুদ্ধের বার্তাবাহক হিসেবে, একজন হলেও অধিক মানুষকে বৌদ্ধধর্মের পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করা।

এই মৌলিক "দায়িত্ব" ছাড়াও, ধর্মানুশীলন কেন্দ্র তথা মন্দিরের মধ্যে বিভিন্ন "দায়িত্ব"ও রয়েছে। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাগুলো বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সুতরাং, আমি পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তাকারে বললে..

১। এই জগতের সকল অস্তিত্ব 'শ্বাশত বুদ্ধ'র আশির্বাদে জীবন ধারণ করে বেঁচে আছে।

২। অতএব, সমস্ত অস্তিত্বই মূলত সমান, এবং যদিও বিভিন্ন ঘটনাক্রমে প্রত্যেকে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার মধ্যেই স্বীয় বুদ্ধত্ব লাভ নিহিত।

৩। এই জগত মূলত সমস্ত প্রাণীর সমন্বিতি একটি রূপ। এবং সকল প্রাণী পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন হয়ে একসাথে কাজ করবে এটাই সত্যের আসল স্বরূপ। এই সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলে একটি আদর্শ সমাজ তথা শান্তিময় পৃথিবী রচনা করা সম্ভব হবে।

এই তিনটি বিষয় পর্যালোচনা করলে যে কোনো দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

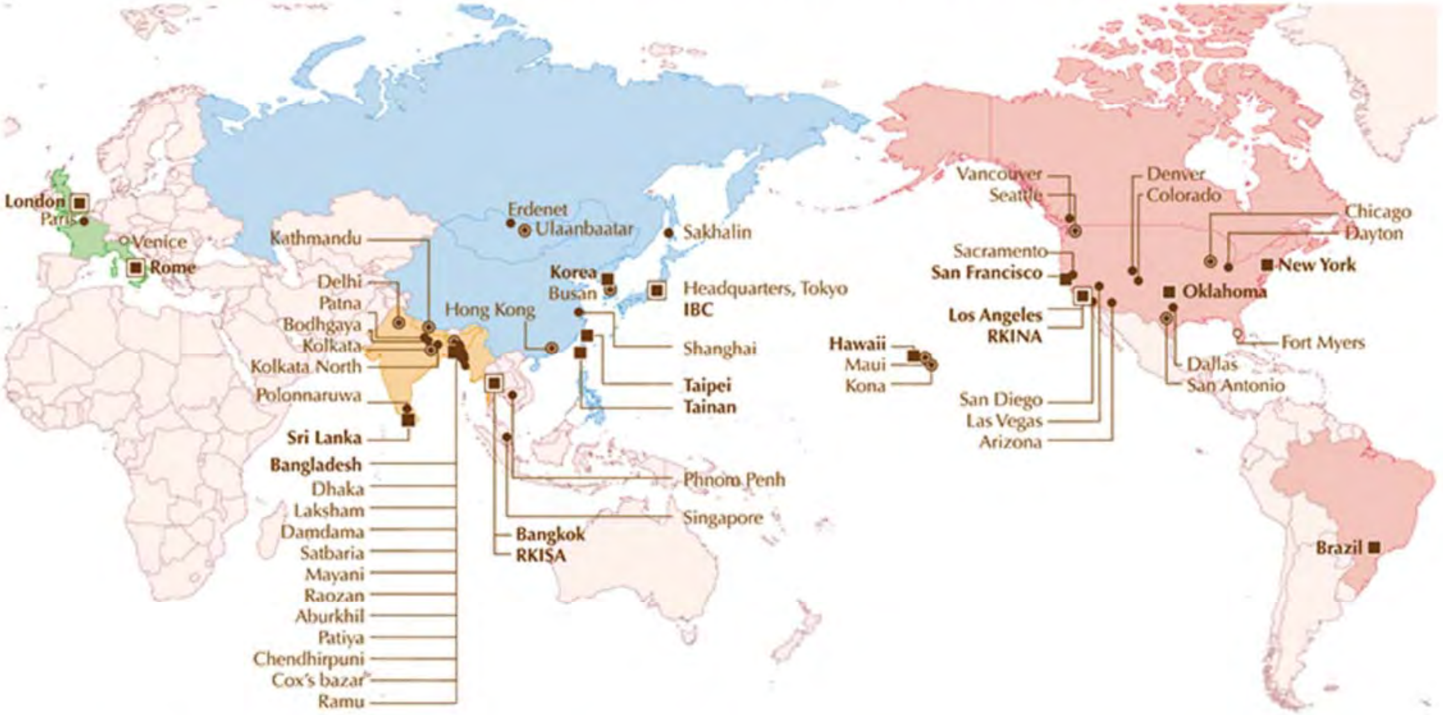

Information about local Dharma centers

facebook

twitter

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp